বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার

বাংলা ভাষায় যে শব্দসম্ভারের সমাবেশ হয়েছে, সেগুলোকে পণ্ডিতগণ কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন

১. তৎসম শব্দ

২. তদ্ভব শব্দ

৩. অর্ধ-তৎসম শব্দ

৪. দেশি শব্দ

৫. বিদেশি শব

১. তৎসম শব্দ :

যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে সোজাসুজি বাংলায় এসেছে এবং যাদের রূপ অপরিবর্তিত রয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তৎসম শব্দ। তৎসম একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ [তৎ (তার)+ সম (সমান)]=তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃত।

উদাহরণ : চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য , ব্যাকরণ , পাঠক, ভাষা, মানব, তৃণ, জীবন , জ্যোৎস্না ইত্যাদি।

২. তদ্ভব শব্দ :

যেসব শব্দের মূল সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, কিন্তু ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন ধারায় প্রাকৃতের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক বাংলা ভাষায় স্থান করে নিয়েছে, সেসব শব্দকে বলা হয় তদ্ভব শব্দ। তদ্ভব একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ, 'তৎ' (তার) থেকে 'ভব' (উৎপন্ন)। যেমন -সংস্কৃত-হস্ত, প্রাকৃত-হত্থ, তদ্ভব-হাত। সংস্কৃত-চর্মকার, প্রাকৃত-চম্মআর, তদ্ভব-চামার ইত্যাদি। এই তদ্ভব শব্দগুলোকে খাঁটি বাংলা শব্দও বলা হয়।

চাঁদ , হাত, চামার, মা ইত্যাদি ।

৩. অর্ধ-তৎসম শব্দ :

বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে বলে অর্ধ-তৎসম শব্দ। তৎসম মানে সংস্কৃত। আর অর্ধ তৎসম মানে আধা সংস্কৃত।

উদাহরণ : জ্যোছনা, ছেরাদ্দ, গিন্নী, বোষ্টম, কুচ্ছিত, গেরাম, নেমন্তন্ন, কেষ্ট, বোষ্টম ।

৪. দেশি শব্দ :

বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের (যেমন : কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি) ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান বাংলায় রক্ষিত রয়েছে। এসব শব্দকে দেশি শব্দ নামে অভিহিত করা হয়। অনেক সময় এসব শব্দের মূল নির্ধারণ করা যায় না; কিন্তু কোন ভাষা থেকে এসেছে তার হদিস মেলে।

যেমন-

কুড়ি (বিশ)-কোলভাষা,

পেট (উদর)-তামিল ভাষা,

চুলা (উনুন)-মুণ্ডারী ভাষা।

এরূপ-কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, টোপর, ডাব, ডাগর, ঢেঁকি, মই, চিংড়ি, খেয়া , ডিঙ্গি ইত্যাদি আরও বহু দেশি শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়।

৫. বিদেশি শব্দ :

রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সংস্কৃতিগত ও বাণিজ্যিক কারণে বাংলাদেশে আগত বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বহু শব্দ বাংলায় এসে স্থান করে নিয়েছে। এসব শব্দকে বলা হয় বিদেশি শব্দ। এসব বিদেশি শব্দের মধ্যে আরবি, ফারসি এবং ইংরেজি শব্দই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে কালের সমাজ জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণরূপে বিদেশি শব্দ এ দেশের ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এছাড়া পর্তুগিজ,

ফরাসি, ওলন্দাজ, তুর্কি- এসব ভাষারও কিছু শব্দ একইভাবে বাংলা ভাষায় এসে গেছে। আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারত, মায়ানমার (বার্মা), মালয়, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশেরও কিছু শব্দ আমাদের ভাষায় প্রচলিত রয়েছে।

ক. আরবি শব্দ :

বাংলায় ব্যবহৃত আরবি শব্দগুলোকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়-

আদমি, আমদানি, জানোয়ার, জিন্দা, নমুনা, বদমাস, রফতানি, হাঙ্গামা (১) ধর্মসংক্রান্ত শব্দ :

আল্লাহ, ইসলাম, ঈমান, ওজু, কোরবানি, কুরআন, কিয়ামত, গোসল, জান্নাত, জাহান্নাম, তওবা, তসবি, জাকাত, হজ, হাদিস, হারাম-হালাল, ইত্যাদি।

(২) প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ :

আদালত, আলেম, ইনসান, ঈদ, উকিল, ওজর, এজলাস, এলেম, কানুন, কলম, কিতাব, কেচ্ছা, খারিজ, গায়েব, দোয়াত, নগদ, শহিদ, মুসাফির, তুফান , বাকি, মহকুমা, মুন্সেফ, মোক্তার, রায় ইত্যাদি।

খ. ফারসি শব্দ :

বাংলা ভাষায় আগত ফারসি শব্দগুলোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি।

(১) ধর্মসংক্রান্ত শব্দ :

খোদা, গুনাহ, দোজখ, নামাজ, পয়গম্বর, ফেরেশতা, বেহেশত, রোজা ইত্যাদি।

(২) প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক শব্দ :

কারখানা, চশমা, জবানবন্দি, তারিখ, তোশক, দফতর, দরবার, দোকান, দস্তখত, দৌলত, নালিশ, বাদশাহ, বান্দা, বেগম, মেথর, রসদ ইত্যাদি।

(৩) বিবিধ শব্দ : আমদানি , পোশাক,আদমি , আবহাওয়া ।

গ. ইংরেজি শব্দ :

ইংরেজি শব্দ দুই প্রকারের পাওয়া যায়-

(১) অনেকটা ইংরেজি উচ্চারণে :

ইউনিভার্সিটি, ইউনিয়ন, কলেজ, টিন, নভেল, নোট, পাউডার, পেন্সিল, ব্যাগ, ফুটবল, মাস্টার, লাইব্রেরি, স্কুল ইত্যাদি।

(২) পরিবর্তিত উচ্চারণে :

আফিম (Opium), অফিস (Office), ইস্কুল (School), বাক্স (Box), হাসপাতাল (Hospital), বোতল (Bottle) ইত্যাদি।

ঘ. ইংরেজি ছাড়া অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার শব্দ

(১) পর্তুগিজ :

আনারস, আলপিন, আলমারি, গির্জা, গুদাম, চাবি, পাউরুটি, পাদ্রি, বালতি, কেরানি, বারান্দা, জানালা, ইংরেজি ইত্যাদি।

(২) ফরাসি :

কার্তুজ, কুপন, ডিপো, রেস্তোরাঁ, সাবান ইত্যাদি।

(৩) ওলন্দাজ :

ইস্কাপন, টেক্কা, তুরুপ, রুইতন, হরতন ইত্যাদি।

ঙ. অন্যান্য ভাষার শব্দ

(১) গুজরাটি : খদ্দর, হরতাল ইত্যাদি।

(২) পাঞ্জাবি : চাহিদা, শিখ ইত্যাদি।

(৩) তুর্কি : চাকর, চাকু, তোপ, দারোগা।

(৪) চিনা : চা, চিনি ইত্যাদি।
(৫) মায়ানমার (বার্মিজ) : ফুঙ্গি, লুঙ্গি ইত্যাদি।
(৬) জাপানি : রিক্সা, হারিকিরি, সুনামি ,ক্যারাটে ইত্যাদি।

মিশ্র শব্দ :
কোনো কোনো সময় দেশি ও বিদেশি শব্দের মিলনে শব্দদ্বৈত সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন –
রাজা-বাদশা (তৎসম+ফারসি),
হাট-বাজার (বাংলা+ফারসি),
হেড-মৌলভি (ইংরেজি+ফারসি),
হেড-পণ্ডিত (ইংরেজি+তৎসম)
খ্রিষ্টাব্দ (ইংরেজি+তৎসম),
ডাক্তার-খানা (ইংরেজি+ফারসি),
পকেট-মার (ইংরেজি+বাংলা),
চৌ-হদ্দি (ফারসি+আরবি) ইত্যাদি।

পর্তুগীজ শব্দ মনে রাখার কৌশল
গীর্জারপাদ্রী চাবি দিয়ে গুদামের আলমারি খুলে তাতে আনারস পেঁপে পেয়ারা আলপিন ও আলকাতরা রাখলেন। কেরানি দিয়ে কামরা পরিষ্কার করে জানালা খুলে দিলেন। তারপর পেরেক ইস্ত্রি ইস্পাত ও পিস্তল বের করে বালতিতে রেখে বোমা বানালেন।

শব্দঃ গির্জা, চাবি, গুদাম, আলমারি, আনারস, পেঁপে, পেয়ারা, আলপিন, আলকাতরা, কেরানি, কামরা, জানালা, পেরেক, ইস্ত্রি, ইস্পাত, পিস্তল, বালতি, টুপি, সাবান, বোতাম, পাউরুটি, মিস্ত্রি, পেরেক, ইংরেজ, নিলাম ও বেহালা ইত্যাদি ।

**তুর্কি শব্দ মনে রাখার কৌশল
বিবি বেগম কোর্মা খায় বাহাদুর দেশচালায়। দারোগা বাবু তাকিয়ে দেখে গালিচায়কুলির লাশ। চাকু হাতে বাবুর্চি তাইদেখে হতবাক।সুলতান মাহমুদ বন্দুকনিয়ে দৌড়ে পালায়
শব্দঃ বাবা, দারোগা, কুলি, লাশ, চাকু, বাবুর্চি , সুলতান, বন্দুক , বারুদ , চাকর, মুচলেকা ।

**আরবি শব্দ মনে রাখার কৌশল
আরবে ইসলামে বিশ্বাসী ঈমানদার ওযু গোসল করে হাদিস কোরয়ান তসবি পড়ার পর হজ যাকাত ও কোরবানী করে হারাম হালাল ও আল্লাহর পথ মেনে চলে জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম হতে মুক্তির জন্য। উকিল মোক্তার মক্কেল, মুন্সেফ কিতাব,কানুন, দোয়াত,কলম নিয়ে মহকুমা আদালতে এজলাসে বসে রায় খারিজ করেন। ঈদের দিন আলেম এলেম, ইনসান বলে মুসাফির লেবুর ব্যবসায় লোকসানে আছি। বাকির ওজর কেচ্ছা দালালি বাদ দিয়ে নগদ দাও।

শব্দঃ ঈমানদার, ওযু, গোসল, হাদিস, কোরয়ান, তসবি, হজ, যাকাত, কোরবানী, হারাম, হালাল, আল্লাহ, জান্নাত,জাহান্নাম, উকিল, মোক্তার, মক্কেল, মুন্সেফ, কিতাব,কানুন, দোয়াত,কলম,মহকুমা, আদালত, এজলাস, রায়, ঈদ, আলেম, এলেম, ইনসান, মুসাফির, লেবু, ব্যবসা, লোকসান, বাকি, ওজর, কেচ্ছা, দালালি ও নগদ।

** মায়ানমার (বর্মি) শব্দ মনে রাখার কৌশল
বর্মিরা লুঙ্গি ফুঙ্গি পছন্দ করে।
শব্দঃ লুঙ্গি ,ফুঙ্গি

** পাঞ্জাবি শব্দ মনে রাখার কৌশল
শিখদের কাছে পাঞ্জাবির চাহিদা অনেক।

Iqb@l's Target Govt. Job Online Exam & Suggestion

** দেশি শব্দ মনে রাখার কৌশল

এক গঞ্জের কুড়ি ডাগড় টোপর মাথায় দিয়ে চোঙ্গা হাতে পেটের জ্বালায় চুলা কুলা ডাব ও ডিংগা নিয়ে টং এর মাচায় উঠল।

শব্দঃ গঞ্জ , কুড়ি, ডাগড়, টোপর, চোঙ্গা, চুলা,কুলা, ডাব, ডিংগা, টং ,মাচা ইত্যাদি ।

** ফারসি শব্দ মনে রাখার কৌশল

ফরিয়াদি সালিশের জন্য মুনশীর জন্য কাছে নালিশ করতে গেলে বেগম বাদশাহ, জমিদার আসামীকে জরিমানা ও খাজনা দিতে বলল। আফসোস, আলুর আমদানী রপ্তানী কম হওয়ায় বাগান থেকে বস্তা ভরে মরিচ, সবজি, পশম নিয়ে পাইকারী বিক্রেতা চশমা পরা চশমখোরের কারসাজিতে বদমাস জানোয়ার সুজমিয়ার আস্তানাতে নিয়ে গেল।

** ওলন্দাজ শব্দ মনে রাখার কৌশল

ওলন্দাজরা ইস্কাপন , টেক্কা , তুরুপ , রুইতন , হরতন দিয়ে তাস খেলে

শব্দঃ ইস্কাপন , টেক্কা , তুরুপ , রুইতন , হরতন , চিরাতন , ইস্কুল

যৌগিক শব্দ, রুঢ়/রুঢ়ি শব্দ ও যোগরূঢ় শব্দ

যৌগিক শব্দ

মধুর, গায়ক, কর্তব্য, বাবুয়ানা, রাধুনি, দৌহিত্র, চিকামারা, পিতৃহীন, চালক, পাঠক, মিতালী, পাগলামী।

মনে রাখার সহজ টেকনিক

মধুর গায়ক কর্তব্য না করে বাবুয়ানা ভাব করে

রাঁধুনি দৌহিত্রকে নিয়ে চিকামারাতে গিয়ে দেখল পিতৃহীন

চালক, পাঠক মিতালীর সঙ্গে পাগলামি করছে।রুঢ় বা রুঢ়ি শব্দ

রুঢ়/রুঢ়ি শব্দ

তৈল, ভাজা, সন্দেশ, গবেষণা, রাখাল, প্রবীণ, শ্বশুর, পাঞ্জাবী, হস্তী, দারুণ, বাঁশি, হরিণ, মন্ডপ।

মনে রাখার সহজ টেকনিক

তৈলে ভাজা সন্দেশ খেয়ে গবেষণার জন্য এক রাখালের

প্রবীন শ্বশুর আজ পাঞ্জাবী পরে হস্তীর পিঠে চড়ে দারুণ বাঁশি বাজাতে থাকায়হরিণ মন্ডপ ছেড়ে পালাতে লাগল।

যোগরুঢ় শব্দ

রাজপুত্র, পঙ্কজ, সরোজ, জলধি, মহাযাত্রা।

Iqb@l's Target Govt. Job Online Exam & Suggestion

Iqb@l's
Target Govt. Job
Online Exam &
Suggestion